দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ ... 06 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

শিক্ষা বাণিজ্য

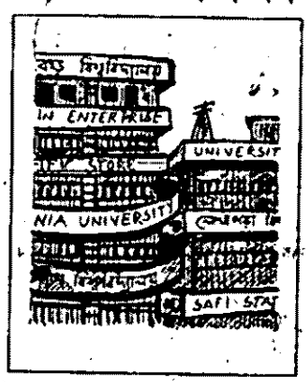

অভিযোগটি গুরুতর। শিক্ষাকেও বাণিজ্যিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শিক্ষা নয়, সনদ বিক্রির দোকান হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সরকার। উচ্চ শিক্ষার নামে দেদার বাণিজ্য করছে এমন অভিযোগে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ শাখা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। আউটার ক্যাম্পাস নামে পরিচিত এসব অননুমোদিত ক্যাম্পাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর আগে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬টি শাখা নিষিদ্ধ করার পর এইসব আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বিশৃঙ্খল অবস্থা নিরসনেই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই মধ্যে যাঁরা আউটার ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের শিক্ষাবর্ষ শেষ করার সুযোগ পাবেন, তবে নতুন করে আউটার ক্যাম্পাসে ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। একই সঙ্গে দূরশিক্ষণের নামে যে বাণিজ্য চলছিল সেটাও বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। তিনটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালাতে পারবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা বাণিজ্যের অভিযোগ নতুন নয়। ঢাকায় মূল ক্যাম্পাস রেখে বাইরের বিভিন্ন জেলায় শাখা খুলে উচ্চ শিক্ষা দেবার নামে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় অবাধে শিক্ষা বাণিজ্য চালাচ্ছে। এমন অভিযোগ প্রায় সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে। দেশের প্রায় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পায় না এমন হাজার হাজার শিক্ষার্থী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। কিন্তু ভর্তির কিছুদিন পরই স্বপ্নভঙ্গ হয় তাদের। সমগ্র জাতির জন্য এটা গ্লানিকর। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেই বিশ্ববিদ্যালয় পদবাচ্য নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার তা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই বললেই চলে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ক্যাম্পাস নেই। সাধারণ বাড়িভাড়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কোথাও কোথাও মার্কেটের সঙ্গেই চলছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। উপযুক্ত ক্লাসরুম নেই, নেই ছাত্রদের বিনোদনের কোন সুযোগ। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিজস্ব শিক্ষক নেই। ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। এসব আউটার ক্যাম্পাসের অবস্থা শোচনীয়। সেখানে কেবলমাত্র সিলেবাস ঠিক রেখে স্থানীয় শিক্ষকদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন যে, অনেক আউটার ক্যাম্পাসে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন।

টাকার বিনিময়ে অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ বিক্রি হচ্ছে এমন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন যে, 'বৈধ-অবৈধ সকল আউটার ক্যাম্পাসের বিরুদ্ধেই আইন ও নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে শিক্ষা বাণিজ্যের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।' মুনাফাসর্বস্ব এসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে নিয়ে আসাটা জরুরী ছিল। উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধ হোক। একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে বিকশিত হোক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা—এটাই সকলের কাম্য।